সমকাল

তারিখ: 02 DEC 2015
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম: ২

# রাবি ছাত্রলীগের হল কমিটিতে শিবির-ছাত্রদল!

■ রাজশাহী ব্যুরো ও রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সদ্যঘোষিত সাতটি হল কমিটিতে বিতর্কিতরা নেতৃত্বে এসেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কমিটিগুলোতে যোগ্য ও ত্যাগীদের বদলে শিবির, ছাত্রদল করা নেতাকর্মী, বিবাহিত, বহিষ্কৃত আর সুবিধাভোগীরা জায়গা পেয়েছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মী।

ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অমান্য করে বিতর্কিতদের হলগুলোর নেতৃত্বে আনায় বাদ পড়েছেন ত্যাগী ও সক্রিয় কর্মীরা। পদ বণ্টনে যোগ্যতা নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে সম্পর্ককেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'

## ক্ষুব্ধ অনেক নেতাকর্মী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজিব হোসেন ছাত্রদল কর্মী ছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন হলের বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী। এ ছাড়া দলীয় গঠনতন্ত্র অমান্য করে বিবাহিত রাজিবকে সম্পাদক বানানো হয়েছে। তিনি ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ছাত্রদলে ছিলেন বলে নিশ্চিত করেন বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রদলের আহ্বায়ক কাজল আহমেদ রিগান। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে রাজিব বলেন, তিনি অনেক আগে থেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

এদিকে ফিশারিজ বিভাগের বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী মামুনুর রশিদকে হবিবুর রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ছাত্রদল কর্মী ওমর ফারুক বায়েজিদকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট উপাচার্য দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলীকে মারধরের ঘটনায় জড়িত মামুনসহ তিনজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। এ বহিষ্কারাদেশ এখনও প্রত্যাহার হয়নি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে।

হবিবুর রহমান হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক এবি এমদাদুল হক বলেন, '২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে বায়েজিদ ছাত্রদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে তিনি ছাত্রলীগে যোগ দেন।' ছাত্রলীগের একাধিক নেতাকর্মীও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে বায়েজিদ বলেন, এসব অপপ্রচার।

এ ছাড়া সৈয়দ আমীর আলী হলের শিক্ষার্থী রাজিব হোসেন শিকদারকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের সভাপতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

মতিহার হলে দীর্ঘদিন থেকে ছাত্রলীগ করে আসছেন এমন নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে দেড় মাসের কর্মী সরিৎ কাইয়ুম তালুকদারকে সভাপতি ও শিবিরের সঙ্গে জড়িত গিয়াসউদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সভাপতি হওয়ার আগে ছাত্রলীগের কোনো কর্মসূচিতে সরিৎ কাইয়ুমকে দেখা যায়নি বলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা জানান। তবে সরিৎ কাইয়ুম দাবি করেন, তিনি চলতি বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ছাত্রলীগের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িত।

এদিকে গিয়াসের সহপাঠীদের কাছ থেকে জানা গেছে, গিয়াস প্রথমবার কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়ে শিবিরের সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরও শিবিরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে গিয়াসও শিবির-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

মাদার বখ্শ হলের সভাপতির দায়িত্ব পাওয়া রবিউল ইসলাম বনি চাঁদার দাবিতে গত ৫ অক্টোবর হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। এর আগের দিন জিয়া হলে এক শিক্ষার্থীর লকার ভেঙে ল্যাপটপ নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। গত ১৬ জুন ক্যাম্পাসে এক সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় জড়িত ছিলেন বনি।

অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়া মাসুদ রানা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং রাজনীতিতে একদমই নতুন মুখ বলে জানিয়েছেন হলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।